প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **বগুড়া**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **৪৮টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**স্কন্ধের ধাপ**		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৩৫.০" উ. ৮৯°২১'০১.৬" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান বাজার থেকে ৩ কিমি দক্ষিণে এবং ঢাকা-রংপুর সড়কের গোকুল ইউনিয়ন পরিষদের সামান্য পশ্চিমে স্কন্ধের ধাপ অবস্থিত। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' নামক গ্রন্থে 'কার্তিকেয় মন্দিরের' উল্লেখ আছে। মন্দিরটি ছিল পুন্ড্রনগরে। স্কন্ধের ধাপকে অনেকেই সেই কার্তিকেয় মন্দির বলে মনে করেন। রামচরিতে যে স্কন্ধনগরের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে শোনিতপুর বলে একটি নগরী আছে, সেই স্কন্ধনগরকেও বর্তমান ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে কেউ কেউ অভিন্ন বলে মনে করেন।
২.	**রাজা গোপীনাথের ধাপ**		বগুড়া সদর	-	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	১৯২২ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এই ঢিবিটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তথ্য সূত্র হতে জানা যায় ঢিবিটি স্কন্ধের ধাপের পাশেই অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ঢিবিটির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।
৩.	**নিতাই ধোপানীর ঘাট**		বগুড়া সদর গোকুল	২৪°৫৬'০৮.৯" উ. ৮৯°২০'৩১.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	বগুড়া জেলা সদরের গোকুল ইউনিয়নের অন্তর্গত গোকুল গ্রামে নিতাই ধোপানীর ঘাট অবস্থিত। জনশ্রুতি অনুসারে স্থানটি বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনী বেহুলা-লক্ষিন্দরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মনসাদেবীর সহচরী নিতাই ধোপানীর আবাসস্থলই নিতাই ধোপানীর ঘাট। পরীক্ষামূলক উৎখননের মাধ্যমে জানা যায়, এ ঢিবিতে মধ্যযুগে নির্মিত একটি বিরাট মন্দির বা স্তুপ জাতীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ স্থান হতে কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**গোকুল মেধ**		বগুড়া সদর গোকুল	২৪°৫৬'১০.৪" উ. ৮৯°২০'১১.৮" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান থেকে প্রায় একমাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও গোকুল গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি উঁচু ঢিবির উপরে বিরাট মেধ বা মন্দিরটি অবস্থিত। বাংলার রোমাঞ্চকর লোকগাথার বেহুলা-লক্ষীন্দরের নামানুসারে ধ্বংসস্তুপটির এরূপ নামকরণ হয়েছে।এই মেধ বহু কক্ষবিশিষ্ট স্থাপত্য শৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৯৩৪-৩৬ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে নানা মাপের মোট ১৭২ টি ভরাট করা কুঠুরী আবিস্কৃত হয়। কুঠুরীগুলিকে বিভিন্নতলে একই সারিতে নির্মাণ করে মাটি দিয়ে এমনভাবে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল যাতে এগুলি কোন এক সুউচ্চ মন্দির অথবা স্তুপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। খননের ফলে যে সমস্ত চিত্রফলক ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে গুপ্তোত্তর (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দ) বলে ধরা হয় এবং সেগুলি নির্দেশ করে যে, মূলত: এই বিশালাকার ধ্বংসাবশেষটি ক্রুশাকার ও বহুতলবিশিষ্ট ভিত্তি মণ্ডপের উপরে বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল। সেন আমলে (খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দ) এ স্তুপটিকে ভেঙ্গে একই স্থানে একটি বর্গাকৃতির (৮ মিটার) মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে খননের ফলে একটি ছোট কুঠুরী আবিষ্কৃত হয়।
৫.	**খামার ধাপ**		বগুড়া সদর গোকুল	২৪°৫৫'৫৯.৬" উ. ৮৯°২০'১২.৯" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	এটি গোকুল মেধের দক্ষিন-পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। ক্ষতিগ্রস্ত এ ঢিবির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়। ঢিবিটির উপর অল্প কিছু প্রাচীন মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।
৬.	**ওঝা ধনন্তরীর ভিটা**		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৪৭.৩" উ. ৮৯°১৯'৪৪.৫" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	বগুড়া জেলা সদরের বগুড়া-রংপুর মহাসড়ক সংলগ্ন গোকুল মেধ থেকে প্রায় ১.৫ কি. মি. পশ্চিমে হাজরাদিঘী গ্রামে ওঝা ধনন্তরীর ভিটা অবস্থিত। বাংলার রোমাঞ্চকর লোক কাহিনী বেহুলা-লক্ষীন্দরের সঙ্গে ওঝা ধনন্তরীর সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচলিত ধারণা রয়েছে। ওঝা ধনন্তরীর আবাস ভূমির নামই ওঝা ধনন্তরীর ভিটা। এ প্রত্নস্থল ও সংলগ্ন আবাদী এলাকা থেকে ইটের ভগ্নাংশ ও প্রচুর মৃৎপাত্রের টুকরো পাওয়া গেছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো–অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	**ষষ্ঠিতলা** (ষষ্ঠিতলা মন্দির)		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৫৮.০" উ. ৮৯°১৮'৪৬.৫" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	বগুড়া জেলা সদর হতে ১৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত ঢিবিতে প্রচুর পরিমাণে ইট-পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে স্থানটি রাণী পদ্মাবতীর বাসভবন ছিলো।
৮.	**রাসমঞ্চ** (রাসমঞ্চ মন্দির)		বগুড়া সদর গোকুল	২৪°৫৫'৫৬.৫" উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	দোলমঞ্চ (রাসমঞ্চ) ঢিবিটি বগুড়া জেলা সদর হতে ২১ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে চাঁদমুহা হরিপুর গ্রামের উত্তর পাশে অবস্থিত। বর্তমানে এর দক্ষিণ পাশে স্থানীয়রা মাটি কেটে আবাদি জমি তৈরি করেছে এবং মঞ্চের উপর ঘাস আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে।
৯.	**কাঁচের আঙ্গিনা** (শিঙ্গীনাথের ধাপ)		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৫৬.২" উ. ৮৯°১৮'৩৪.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	কাঁচের আঙ্গিনা ঢিবিটি বগুড়া জেলা সদর হতে ১৯ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৪ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাঁশ ঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত।
১০.	**সওদাগরের ভিটা**		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৫১.৭" উ. ৮৯°১৮'৩৮.০" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	সওদাগরের ভিটা বগুড়া জেলা সদর হতে ১৯ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৪ কি.মি. পশ্চিমে নুনগোলা ইউনিয়নের অন্তর্গত রজাকপুর গ্রামে অবস্থিত। ঢিবির উপরে অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ঢিবিটি বাঁশঝাড় ও অন্যান্য গাছপালা দিয়ে আচ্ছাদিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**ধন ভান্ডার** (ভান্ডার ঢিবি)		বগুড়া সদর	২৪°৫৫'৪৬.৮" উ. ৮৯°১৮'৩১.০" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	ধন ভান্ডার ঢিবিটি বগুড়া জেলা সদর হতে ২১ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে নুনগোলা ইউনিয়নের অন্তর্গত রজাকপুর গ্রামে অবস্থিত। ঢিবিটির পাদমূলে ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা দেখা যায়। ঢিবিটির গভীরে স্থাপত্যিক কাঠামো রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি কাটার ফলে প্রায় ৫ ফুট পরিমাপে ধাবমান ইটের দেয়াল পরিলক্ষিত হয়।
১২.	**দুলু মাঝির ভিটা**		বগুড়া সদর	২৪°৫৬'১৩.৪" উ. ৮৯°১৮'৪৫.৮" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	দুলু মাঝির ভিটা বগুড়া জেলা সদর হতে ২১ কিমি উত্তর-পশ্চিমে এবং গোকুল থেকে ৬ কিমি পশ্চিমে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত টেংরা গ্রামে অবস্থিত। ঢিবিটির সর্বত্রই প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
১৩.	**সন্ন্যাসীর ধাপ** (ছোট টেংরার ধাপ)		টেংরা, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৪৯.৬" উ. ৮৯°১৮'০৮.৩" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	সন্ন্যাসীর ধাপ ঢিবিটি বগুড়া জেলা সদর হতে ১০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং ভাসু বিহার থেকে ৪ কি.মি. দক্ষিণে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত টেংরা গ্রামে অবস্থিত। এ ঢিবিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় বহু পূর্ব হতে ঢিবির মাটি কেটে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ঢিবিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে।
১৪.	**সন্ন্যাসীর ধাপ** (বড় টেংরার ধাপ)		টেংরা, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৩৩.৫" উ. ৮৯°১৮'২৩.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	বগুড়া জেলা সদর হতে প্রায় ১০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং ভাসু বিহার থেকে প্রায় ৪.৫ কি.মি. দক্ষিণে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত টেংরা গ্রামে অবস্থিত। ১৯৯২ সালে গুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) আমলের মথুরা শৈলী রীতিতে লালচে আভা যুক্ত বেলে পাথরের তৈরি একটি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। যা এখন মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। এ ঢিবিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় বহু পূর্ব হতে ঢিবির মাটি কেটে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ঢিবিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	**সন্ন্যাসীর ধাপ** (সরলপুর) (ঈদগাহ/ পাঁচ পীরের ধাপ)		সরলপুর, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৩৭.৬২" উ. ৮৯°১৯'০৪.০২" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	বগুড়া জেলা সদর হতে প্রায় ১০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং ভাসু বিহার থেকে প্রায় ৪.৫ কি.মি. দক্ষিণে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত বড় সরলপুর গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নস্থানটি উত্তর দক্ষিণে ৪৫ মিটার পূর্ব-পশ্চিমে ৪৩ মিটার এবং আশপাশের ভূমি উপরিতল সাপেক্ষে প্রায় ৯.২৫ মিটার উচু। দুই পাশে বাঁশ ঝাড়, উত্তর ও পশ্চিম দিকে বর্তমান বসতি।
১৬.	**সন্ন্যাসীর ধাপ** (ভাসুবিহার সংলগ্ন)		ভাসুবিহার, শিবগঞ্জ	২৪°৫৯'০৭.৫" উ. ৮৯°১৭'৩৪.১৪" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	ভাসু বিহার ধাপ হতে ০.৫০ কিমি উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ঢিবির উপরিভাগের মাটি কেটে সমান করে ফেলেছে। বর্তমানে ঢিবির উপরে বিভিন্ন সাইজের ইটের ভগ্নাংশ দেখা যায়। ঢিবিতে যে কাঠামো ছিল তাতে চুন সুরকির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
১৭.	**খুল্লনার ধাপ**		চিংগাশপুর, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৭'৪১.৬" উ. ৮৯°১৯'৩৪.৪" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	খুল্লনার ধাপ ঢিবিটি বগুড়া জেলা সদর হতে প্রায় ২১ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থানগড় থেকে প্রায় ২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি উপবৃত্তকার আকারের ধাপ। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সীমিত আকারে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই খননে ঢিবি হতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশসহ প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়। প্রত্নবস্তু গুলো এখন মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮.	**পদ্মার বাড়ি**		চিংগাশপুর, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৭'১৯.৮" উ. ৮৯°১৯'৫১.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	পদ্মার বাড়ি বগুড়া জেলা সদর হতে প্রায় ১২ কি.মি. উত্তরে এবং মহাস্থানগড় জাদুঘর থেকে প্রায় ১ কি.মি. পশ্চিমে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত চিংগাসপুর গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি উপবৃত্তকার ঢিবি। ঢিবিটি মূল ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন এবং বর্ষাকালে এটি একটি দ্বীপের মতো মনে হয়। এ প্রত্নস্থালে প্রচুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক নির্দশনাদি পরিলক্ষিত হয়।
১৯.	**মাদারির দরগাহ**		চিংগাসপুর, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৭'২৩.১" উ. ৮৯°১৯'৪৬.৩" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মাদারির দরগাহ বগুড়া জেলা সদর হতে প্রায় ১৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত এবং মহাস্থানগড় মাজার থেকে প্রায় ২ কি.মি. পশ্চিমে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত চিংগাসপুর গ্রামে অবস্থিত। ঢিবিটিতে ইটের ভগ্নাংশ ও মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ ঢিবি হতে পোড়ামাটির গুটিকা, বল, স্বল্প মূল্যবান পাথরের গুটিকা সংগ্রহ করেছে বলে জানা যায়।
২০.	**মহাস্থানগড়** (মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীর)		রায়নগর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৩৮.৬" উ. ৮৯°২০'৪২.৪" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ১৫১৫ বিবিধ ২০ ডিসেম্বর ১৯২০	মহাস্থানগড় বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর হিসেবে খ্যাত, ইতিহাসে এই নগরটি পুন্ড্রনগর হিসেবে পরিচিত। প্রায় ১৫৩৬ মি. দীর্ঘ ও সাড়ে ১৩৭০ মি. চওড়া উঁচু প্রাচীরঘেরা এই দূর্গনগরী আড়াই হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। দুর্গপ্রাচীর চারপাশের সমতলভূমি থেকে প্রায় ১০.৫ মিটার উঁচু। এর পূর্বে করতোয়া নদী, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ পরিখাবিশিষ্ট। ইট নির্মিত দুর্গপ্রাচীরের চারিদিকে মোট ৪টি প্রবেশপথের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র মতে, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেও এখানে মানব বসতি ছিল। প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়, মহাস্থানগড় অর্থাৎ পুন্ড্রনগর মৌর্য ও গুপ্ত বংশের একটি বড় প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র (পুন্ড্রবর্ধণভুক্তি) ছিল। এই দূর্গনগরীতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও পরবর্তীতে মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। এ প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, ব্রাহ্মীলিপি, তৈজসপত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির মূর্তি, সীল এবং সীলিংস, পাথরের

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						গুটিকা অন্যতম।
২১.	**খোদাই পাথর ঢিবি** (খোদাই পাথর ভিটা)		রায়নগর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'০২.৬" উ. ৮৯°২০'৫১.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	খোদাই পাথর ঢিবি মহাস্থানগড় দুর্গ প্রাচীরের ভিতরে মহাস্থান জাদুঘর থেকে প্রায় ১ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। এ ঢিবির উপরে মাঝামাঝি স্থানে একটি গ্রানাইট পাথর আছে। স্থানীয় লোকজন এটিকে খোদার পাথর ভিটা বলে নামকরণ করেছে। ১৯০৭ সালে খননে প্রাপ্ত তথ্য মতে বৃহদায়তনের পাথরটি ২.৭২ মিটার লম্বা একটি দেয়ালের উপরিভাগমাত্র। পাথরের চারিদিকে ১.৫১ মিটার গভীর মাটি সরানোর ফলে ১টি মন্দিরের পাথরের মেঝে আবিষ্কৃত হয়। খননের সময় এ স্থানে আরও অনেকগুলি খোদাইকৃত পাথরের টুকরা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটিতে একই সারিতে উপবিষ্ট তিনটি বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মাঝের মূর্তিটি ধ্যানমুদ্রায় এবং দু'পাশের দুটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ছিল। প্রত্যেকটি মূর্তিই খিলান কুলুঙ্গির মধ্যে সংস্থাপিত। প্রস্তরটির বাম পাশের প্রান্ত সীমায় এক উপাসক করজোড়ে উপবিষ্ট হয়ে আছে। এই উল্লেখযোগ্য প্রস্তর খন্ডটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।
২২.	**মানকালীর কুণ্ড মসজিদ** (মানকালীর ঢিবি)		রায়নগর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'০৮.২" উ. ৮৯°২০'৫১.৩" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মানকালীর কুণ্ড মহাস্থানগড় দুর্গনগরীর অভ্যন্তরে খোদার পাথর ভিটা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। ১৯৬৫-৬৬ খ্রি: প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে শুঙ্গ যুগের কয়েকটি চিত্রফলক, উত্তরাঞ্চলীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্রের খণ্ডাংশ, শুঙ্গযুগের কিছু পোড়ামাটির ফলক, অলঙ্কৃত ইটের ভগ্নাংশ, জৈন প্রতিমা, ব্রোঞ্জের গণেশ, গরুড় মুর্তি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সুলতানী যুগের একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।
২৩.	**পরশুরামের প্রাসাদ**		রায়নগর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'০১.২" উ. ৮৯°১৯'৫৮.১" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	পরশুরামের প্রাসাদ মহাস্থানগড় দুর্গনগরের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। মানকালীর কুন্ড থেকে আনুমানিক ২০০ মিটার উত্তরে এটি অবস্থিত। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি এ এলাকার শেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের প্রাসাদ ছিল বলে মনে করা হয়। এখানে উৎখননের (১৯৬১) ফলে পাল, মুসলিম ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। খননের নিম্নতর স্তরে পাল আমলের নানা ভবনের ধ্বংসাবশেষ, কিছু পোড়ামাটির নকশা করা পাতলা ইট (ফলক) এবং এ স্থানের মধ্যস্থলে কিছু স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। খনন এলাকার সর্বোচ্চ স্তরে প্রাপ্ত স্থাপনাটি আঠারো কিংবা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত কোন আবাস ভবন বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। চারটি স্বতন্ত্র ব্লক বা অংশে বিভক্ত এ ভবনের মধ্যস্থলে একটি আঙিনা দেখা যায়। এসব নির্মাণ কাঠামো

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						একটি আয়তাকার প্রাচীরে বেষ্টিত। এখানে প্রাপ্ত নানা নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিষ্ণুপট্টের একটি ভাঙা অংশ, বহুসংখ্যক উজ্জ্বল মৃৎপাত্র, কড়ি এবং দুটি মুদ্রা। প্রাসাদের দক্ষিণ পাশেই একটি কূপ রয়েছে। চতুষ্কোণাকৃতির একটি গ্রানাইট পাথর কূপের অভ্যন্তরের উপরের অংশে স্থাপিত। সম্ভবত পানি উত্তোলনের কাজে এই পাথরটি ব্যবহৃত হতো। কূপটির তলদেশ পর্যন্ত আরো দুই সারিতে বেশকিছু প্রস্তর খণ্ড আংশিক বাহিরে রেখে দেয়ালের ভেতর প্রোথিত রয়েছে। জনসাধারণের কাছে এটি জীয়ৎকুন্ড নামে পরিচিত ও সম্ভবত এটি পরশুরামের প্রাসাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।
২৪.	**বৈরাগির ভিটা**		রায়নগর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৩৩.৪" উ. ৮৯°২০'৪৩.৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	পরশুরামের প্রাসাদ থেকে প্রায় ৬০০ মটার উত্তর-পশ্চিমে বৈরাগীর ভিটা নামে একটি ঢিবি ছিল। আয়তাকার এ ঢিবি ছিল পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৩.০৩ মি. উঁচু। ১৯২৮-২৯ সালে সর্বপ্রথম কে. এন. দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে এখানে খননকার্য পরিচালিত হয়। খননের ফলে এখানে প্রথম ও শেষ পাল যুগের দু'টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়াও বৈরাগীর ভিটায় গভীরতর স্তরে খননের ফলে প্রথম পালযুগীয় ইমারতের নীচে কমপক্ষে ২টি নির্মাণ যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।
২৫.	**বিষ মর্দন**		শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'২৯.৮" উ. ৮৯°২০'০৮.৫" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থানগড় দুর্গপ্রাচীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে কালিদহ সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে এ ঢিবির অবস্থান। দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৯০ মি., প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ১৫ মি. এবং উচ্চতা ২ মি.। ঢিবিটির দক্ষিণাংশে স্থাপত্যিক কাঠামো উন্মোচিত রয়েছে। ঢিবিটির উপরিভাগে মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬.	**গোবিন্দ ধাপ মন্দির** (গোবিন্দ ভিটা)		শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৪৬.০" উ. ৮৯°২০'৪৪.৮" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থানগড় দুর্গ নগরীর সন্নিকটে করতোয়া নদী ঘেঁষে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ভিন্ন সময়ের মন্দির কাঠামো নিয়ে এটি গঠিত। পশ্চিম পাশের মন্দিরটি পূর্ব পাশের মন্দির অপেক্ষা আয়তনে বড়। উৎখননের ফলে এখানে ছাপাঙ্কিত ও ঢালাই মুদ্রা, মৌর্যযুগের উত্তরাঞ্চলীয় কালো চকচকে মৃৎপাত্র, শুঙ্গযুগের ৬টি পোড়ামাটির ফলক, খোদাইকৃত নীল পাথরের প্রসাধনী সামগ্রী, কাদামাটির সীল, পোড়ামটির মাথা, শঙ্খখোসা, চুন, বোতাম, বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পোড়ামাটির দ্রব্য, দুস্প্রাপ্য পাথরের গুটিকা, টিকলি, নাকফুল, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা,তামা ও ব্রোঞ্জের সামগ্রী প্রভৃতি পাওয়া গেছে।
২৭.	**লহনার ধাপ**		দক্ষিণ শ্যামপুর, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৫৬.৯" উ. ৮৯°১৯'২৬.৮" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান দূর্গ নগরী হতে প্রায় তিন কিমি উত্তর-পশ্চিমে দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামে খুল্লনার ধাপ হতে ২৫০ মি উত্তরে লহনার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। এখানে প্রাচীন মৃৎপাত্র ও পাথরের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমিত হয় যে এখানে একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।
২৮.	**ডাকিনির ধাপ** (যোগীনির ধাপ/ কাউয়া দিঘির ধাপ)		সেকেন্দ্রাবাদ, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২৫.২৪" উ. ৮৯°১৯'১৫.৫৭" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান জাদুঘর থেকে ৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে এই ঢিবিটি অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে ইট ও পাথরের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এটি ৭ম-৮ম শতকের স্থাপনা বলে ধারণা করা হয়।
২৯.	**সুর দিঘির ধাপ**		সেকেন্দ্রাবাদ, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২২.৭" উ. ৮৯°১৯'১৪.৬" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান জাদুঘর থেকে ৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে এই ঢিবিটি অবস্থিত। ধাপটির পাদমূলে একটি ছোট পুকুর রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ইট ও পাথরের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩০.	**কাঞ্জির হাড়ি ধাপ**		সেকেন্দ্রাবাদ, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২৬.২" উ. ৮৯°১৯'০২.০" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থান জাদুঘর থেকে ৬ কিমি উত্তর-পশ্চিমে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেকেন্দ্রাবাদ গ্রামে এই ঢিবিটি অবস্থিত। ধাপটির পরিমাপ পূর্ব পশ্চিমে ১৪৫ মিটার, উত্তর দক্ষিণে ১৪০ মিটার, উচ্চতা ৭ মিটার।
৩১.	**ধনিকের ধাপ**		সেকেন্দ্রাবাদ, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'২৫.২" উ. ৮৯°১৯'১৫.৬" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	ধনিকের ধাপ হলো একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের ঢিবি। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রাপ্ত নমুনা থেকে অনুমান করা হয় যে, এটি ৭ম-৮ম শতাব্দীর কোন স্থাপত্যিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ।
৩২.	**মালিনীর ধাপ**		সেকেন্দ্রাবাদ, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'০৯.৮" উ. ৮৯°১৯'২৫.৬" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	জনশ্রুতি রয়েছে পুন্ড্রনগরের ক্ষত্রিয় রাজা পরশুরামের ফুল সরবরাহকারীর নাম অনুসারে এ প্রত্নস্থলটির নামকরণ করা হয়েছে। এ ধাপটির উপরিভাগ শক্ত ও প্রায় অক্ষত। সাইটটির উপরে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের টুকরো সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
৩৩.	**তোতারাম পন্ডিতের ধাপ** (বিহার ধাপ)		বিহার, শিবগঞ্জ	২৪°৫৭'৫১.১" উ. ৮৯°১৭'৫৬.৫" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থানগড় হতে প্রায় ছয় কিমি পশ্চিমে নাগর নদীর তীরে বিহার গ্রামে বিহার ধাপ বা তোতারাম পন্ডিতের ধাপ অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে একটি আয়তকার সংঘারাম, একটি মন্দিরের ভিত্তি ভূমি ও বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে। তোতারাম পন্ডিতের ধাপে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে সুলতান সিকান্দার শাহের আমলের (১৩৫৭-১৩৮৭) রৌপ্যমুদ্রা, একটি ব্রোঞ্জের ধ্যানীবুদ্ধ, কিছু পোড়ামাটির ফলক, ৩টি পোড়ামাটির মূর্তির মস্তকের অংশ, কিছু পাথরের পুঁতি, অলংকৃত ইট ও বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র উল্লেখযোগ্য।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৪.	**নরপতির ধাপ** (ভাসু বিহার)		বিহার, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'৫৮.৮" উ. ৮৯°১৭'৫০.৯" পূ.	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	মহাস্থানগড় হতে ছয় কিমি উত্তর-পশ্চিমে ভাসুবিহার গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত যা স্থানীয়ভাবে ভাসুবিহার নামে খ্যাত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে মাঝারি আকারের দুইটি বৌদ্ধ বিহার ও অর্ধ-ক্রুশাকৃতির একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়েছে। এ সকল স্থাপত্যিক নিদর্শন ছাড়াও এ প্রত্নস্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে।
৩৫.	**নরপতির ধাপ** (টেংরা)	-	টেংরা, নামুজা, বগুড়া সদর	-	গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৩৭ বিবিধ ৩০ ডিসেম্বর ১৯২২	হালনাগাদ জরিপে এই ঢিবিটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই।
৩৬.	**কানাই ধাপ**		বামনপাড়া, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৪৫.২" উ. ৮৯°১৯'২১.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর শা:ঐ/১এ-৩০/৮০/২৮৬ ২৭ মে, ১৯৮৪	বগুড়া জেলা সদর হতে ১৩ কিমি উত্তরে নামুজা ইউনিয়নের অন্তর্গত বামনপাড়া গ্রামে অবস্থিত। জানা যায় ১৮৬২ সালে কানাই ধাপ থেকে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে একটি চন্দ্রগুপ্ত (৩১৮-৫৭৮ খ্রিঃ) নামাংকিত ও অপরটি কুমারগুপ্তের সময়কালের। তাছাড়া সদ্যোজাত, গনেশ, লক্ষ্মী, কুবের, গুপ্ত যুগীয় রামায়ণ বিধৃত এরূপ বহু পোড়ামাটির চিত্রফলক, পূর্বাঞ্চলীয় ব্রাহ্মী বা আদি বাংলায় লিখিত পোড়ামাটির সীল কানাই ধাপ হতে পাওয়া গিয়েছে।
৩৭.	**গোদাইর বাড়ী ধাপ**		মথুরা, গোকুল, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৫১.৮" উ. ৮৯°১৯'৩৩.২" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন এলবি/১এ-৪৪/৭৬/৮২/২ ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৭	মহাস্থানগড় জাদুঘর থেকে প্রায় তিন কি:মি: পশ্চিমে গোদাইর বাড়ী ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ধারণা করা হয় সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' এ বর্ণিত স্কন্ধ মন্দিরের ভগ্নাংবশেষ এ ঢিবিতেই আবৃত আছে। ১৯৩৪ সালে এখানে সীমিত আকারের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়েছিল।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৮.	**মঙ্গলকোট**		পলিবাড়ি, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৬'৩২.৬" উ. ৮৯°১৯'২৮.০" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 05)*	মহাস্থানগড় দুর্গপ্রাচীরের অনতিদূরে বর্তমানে পলিবাড়ি গ্রামে মঙ্গলকোট নামক ঢিবিটি অবস্থিত। প্রভাস চন্দ্র সেন ও স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম তাদের প্রণীত মানচিত্রে চিংগাসপুর গ্রামে মঙ্গলকোট নামক ঢিবির উল্লেখ করেছে। ১৯৮১ ও ১৯৮৩ খ্রি: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে গুপ্ত যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত দু'টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এই সীমিত আকারে খননের ফলে প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির মাথা ও দেহের উর্ধ্বাংশসহ পোড়ামাটির মাথা পাওয়া যায়। যার মধ্যে বেশ কিছু সর্প ফনাযুক্ত ও আবক্ষ মূর্তি এর অধিকাংশই নারী মূর্তির ভগ্নাবশেষ। খননে বিহারের অবকাঠামো উন্মোচিত হয়েছে।
৩৯.	**মোহাম্মদ আলী প্যালেস** (নওয়াব বাড়ি)	 	বগুড়া সদর	২৪°৫০'৫৪.৫" উ. ৮৯°২২'৩৫.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১২ মে ২০১৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৭৩)	বগুড়া জেলার সদর উপজেলাস্থ সাতমাথার পূর্বদিকে নওয়াব বাড়িটি অবস্থিত। এ নবাব বাড়িটি ঐতিহ্যবাহী একটি প্রাচীন স্থাপত্য। সম্প্রতি স্থানীয় কর্তৃক বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০.	**ছাগলনাইয়া ঢিবি**		চিঙ্গাসপুর, নামুজা, বগুড়া সদর	২৪°৫৭'৪৬.৩" উ. ৮৯°১৯'২৭.৬" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৩৭)	খুল্লানীর ধাপ হতে প্রায় ২ কিমি পশ্চিমে চিংগাশপুর গ্রামে ছাগলনাইয়ার ধাপ ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবিটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
৪১.	**খেরুয়া মসজিদ**	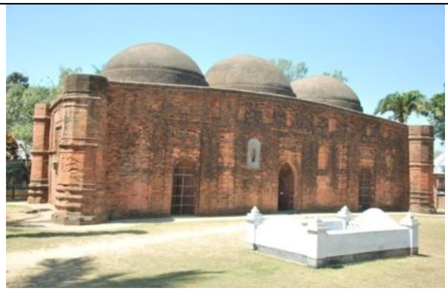	শাহ বন্দেগী, শেরপুর	২৪°৩৯'৩২.৯" উ. ৮৯°২৫'০১.৭" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 01)*	মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপির তথ্য অনুযায়ী হিজরী ৯৮৯/ ১৫৮২ খ্রি. জওহর আলী কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। সুলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে নির্মিত।
৪২.	**জামুর ঢিবি**		শেরপুর	২৪.৬৮৫৮৭" উ. ৮৯.৪০২৬২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ২১৪)	জামুর ঢিবিটি প্রায় ১.৫০ একর জায়গার উপর অবস্থিত। ঢিবিটির উচ্চতা আনুমানিক ৯.১০ মিটার। ঢিবির বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীনকালের ছোট ছোট ইট দৃশ্যমান হয়ে আছে।
৪৩.	**মহাস্থান মসজিদ** (ফরুখশিয়ার মসজিদ)		শিবগঞ্জ	২৪°৫৬'৫৯.০" উ. ৮৯°২০'৫৩.২" পূ.	*Ref: Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 01)*	মহাস্থান দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুলতান বলখী মাহীসওয়ারের মাজার সংলগ্ন এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির প্রবেশ পথের উপর প্রোথিত প্রস্তর ফলক হতে জানা যায়, ১১৩০ হিজরীতে (১৭১৯ খ্রি.) ফরুখশিয়ারের রাজত্বের ৭ম বৎসরে খোদাদিল নামক ব্যক্তি কর্তৃক এটি নির্মিত। মসজিদের ভিতরের দেয়ালের অলংকরণ মোটামুটি ঠিক থাকলেও বর্হিদেয়ালের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বাংশে মোজাইক এবং পশ্চিমে টাইলস দ্বারা অলংকরণ বিকৃত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন মসজিদের চর্তুদিকে স্থানীয় কর্তৃক আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪.	**ডোল মঞ্চ ঢিবি** (দোল মঞ্চ ঢিবি)		শিবগঞ্জ	২৪°৫৫'৫৬.৫"উ. ৮৯°১৮'৪৪.৪"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ মার্চ ১৯৭৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৭০)	এ ঢিবিটি স্থানীয় জনগণের নিকট দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। এর ভিত্তি অংশের ব্যাসার্ধ ১০০ ফুট। চার পাশের সমতল ভূমি থেকে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। এর কোনো কোনো অংশে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মাটি অপসারণের ফলে ইটের দেয়াল অনাবৃত হয়ে পড়েছে। ঢিবির নাম, দেয়ালের বিন্যাস ও ঢিবির আকৃতি অনুযায়ী এখানে একটি শিখর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।
৪৫.	**মাদারতলা নিশানঘাটি**		বিহার, শিবগঞ্জ	২৪°৫৮'৩১.৯৮"উ. ৮৯°১৮'১৫.০০"পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর এলবি/১এ-১০/৭৮/১০৬ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮	ভাসুবিহার থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এ ঢিবি স্থানীয় গ্রামবাসীর নিকট মাদারতলা নিশান ঘাটি নামে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এটি ১০ ফুট উঁচু। শীর্ষদেশে প্রচুর ইট-পাটকেল ছড়িয়ে রয়েছে।
৪৬.	**শালিবাহন রাজবাড়ী স্তুপ**		আড়োলা, কাহালু	২৪°৫৪'১৯.৩" উ. ৮৯°১৬'৩৪.০" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর এলবি/১এ-৬৮/৭৫/১৭৪ ০৮ মার্চ ১৯৭৬	ঢিবিটি আকৃতিতে প্রায় বর্গাকার এবং পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১৯০ মি., পূর্ব-পশ্চিমে ১৬০ মি. এবং পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হতে উচ্চতা ৬ মি.। ঢিবিটি আকৃতিতে বিহারের অনুরূপ। ঢিবিটিতে একটি ইটের দেয়াল উন্মোচিত অবস্থায় আছে। ঢিবিটি প্রাক মধ্য যুগীয় আবাসভূমি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমিত হয়।
৪৭.	**যোগীর ভবন ও তৎসংলগ্ন মন্দির**		আড়োলা, কাহালু		সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর শা:৬/প্র:অধি:-১১/৯৬ ৩০ জুলাই ২০০১	প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি যোগীর ভবন মহাস্থানগড় দুর্গ নগরী থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। যোগীর ভবনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরগুলোর একটির লিপিমালা নিম্নরূপ- 'সর্বসিদ্ধ সন ১১৪৮ শ্রী সুফলা (১৭৪১ খ্রি.)'। বেষ্টনীর বাহিরে আরও চারটি মন্দির রয়েছে। এগুলোর নাম কাল ভৈরব, সর্বমঙ্গলা, দূর্গা ও গোরক্ষনাথের মন্দির। ধারণা করা হয়, এ স্থানে পূর্বে কোন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তারই ধ্বংসাবশেষের উপরে নাথ সম্প্রদায়ের আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। কানসকুয়া (কানছ/কানচ কুয়া) যোগীর ভবনের অঙনে অবস্থিত একটি

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						কূপ। এটির নির্মাণকাল আনুমানিক আঠার-উনিশ শতক।ধারণা করা হয় যে, যোগীদের জলকষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে এ কূপটি খনন করা হয়েছিল।
৪৮.	**সাজাপুর ঢিবি**		সাজাপুর, মাঝিড়া, শাহজাহানপুর	২৪°৪৬'২২.০০" উ. ৮৯°২৩'৫২.৫৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ এপ্রিল ২০১১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-২১৫)	আশেপাশে বসতবাড়িহীন এক একর জায়গা জুড়ে ঢিবিটি বিস্তৃত। ঢিবিটির নিচের দিকে আয়তন প্রায় ৩০০ মিটার, যা ক্রমশ সরু হয়ে উপরে দিকে উঠে গিয়েছে। উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার।